রস্টোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাঁচটি পর্যায় (Rostow's Five Stages of Economic Growth)

রস্টোর উন্নয়ন মডেলের ভূমিকা (Introduction)

রস্টো অনেক দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে তাঁর উন্নয়ন মডেল তৈরি করেন। তাঁর মতে, প্রতিটি দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাঁচটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়।

প্রথম পর্যায়ে দেশ কৃষি ও পুরোনো প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল থাকে। এরপর ধীরে ধীরে রাস্তাঘাট, জল সরবরাহ, পরিবহণ ও অন্যান্য পরিকাঠামোর উন্নতি হয়। কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং বিনিয়োগ বাড়ে। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত হতে শুরু করে। পরে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ে, নতুন শিল্প গড়ে ওঠে এবং মানুষের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। শেষ পর্যায়ে মানুষ বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য ও বিলাসবহুল দ্রব্য বেশি ব্যবহার করে। তখন দেশটি উন্নত অর্থনীতিতে পরিণত হয়।

রস্টোর মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাঁচটি পর্যায় হলো—

1. প্রথাগত সমাজ (Traditional Society)
2. উড্ডয়নের পূর্বশর্ত (Preconditions for Take-off)
3. উড্ডয়ন পর্যায় (Take-off Stage)
4. পরিপক্কতার দিকে অগ্রসর হওয়া (Drive to Maturity)
5. ব্যাপক ভোগের যুগ (Age of Mass Consumption)

পর্যায় ১: প্রথাগত সমাজ (The Traditional Society)

রস্টোর মতে, যে দেশ এখনও আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু করেনি, তাকে প্রথাগত সমাজ বলা হয়।

এই সমাজের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি কম হয়। দেশের সম্পদের একটি বড় অংশ সামরিক কাজ ও ধর্মীয় কাজের মতো উৎপাদন-বহির্ভূত কাজে ব্যয় হয়।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

1. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনুন্নতি: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার খুব কম থাকে।

2. উৎপাদন ক্ষমতা কম: পণ্য উৎপাদনের ক্ষমতা সীমিত থাকে।

3. শিল্পের ধীর উন্নতি: শিল্পের উন্নতি শুরু হলেও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে তা বাধাগ্রস্ত হয়।

4. শ্রমের উৎপাদনশীলতা কম: শ্রমিকরা কম উৎপাদন করতে পারে।

5. কৃষির প্রাধান্য: কৃষির ওপর নির্ভরতার কারণে সমাজে উঁচু-নিচু শ্রেণিবিন্যাস দেখা যায়।

6. রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ: রাজনৈতিক ক্ষমতা অল্প কয়েকজনের হাতে থাকে।

7. পুরোনো পদ্ধতির ব্যবহার: উৎপাদনে প্রচলিত ও পুরোনো কৌশল ব্যবহার করা হয়।

পর্যায় ২: উড্ডয়নের পূর্বশর্ত (The Preconditions for Take-off)

এই পর্যায়ে দেশের উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। শিক্ষিত ও দূরদর্শী নেতারা নতুন অর্থনৈতিক কাজ শুরু করেন। দেশ আধুনিক প্রযুক্তি ও পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ করতে থাকে।

যেমন—রাস্তাঘাট, জল সরবরাহ, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। এর ফলে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়তে শুরু করে।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

1. পরিবর্তনের সূচনা: সমাজ ধীরে ধীরে উন্নত সমাজে পরিণত হওয়ার প্রস্তুতি নেয়।

2. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি: মানুষ বেশি সঞ্চয় করে এবং বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে।

3. মানসিকতার পরিবর্তন: মানুষের চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি আরও আধুনিক হয়।

4. বাণিজ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি: ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

5. পরিবহণ ও যোগাযোগের উন্নতি: রাস্তাঘাট, রেলপথ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটে।

প্রথাগত সমাজ থেকে পরিবর্তনের দুটি ধরন

রস্টোর মতে, প্রথাগত সমাজ থেকে আধুনিক সমাজে পরিবর্তন সাধারণত দুইভাবে ঘটতে পারে।

- প্রথম ধরন: সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো এবং উৎপাদন পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। ইউরোপ এবং এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে এই ধরনের পরিবর্তন দেখা গেছে।
- দ্বিতীয় ধরন: অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে এই ধরনের পরিবর্তন দেখা গেছে।

রস্টোর মতে উন্নয়নের জন্য করণীয়

- কৃষিনির্ভর সমাজকে শিল্পনির্ভর সমাজে পরিণত করতে হবে।
- ব্যবসা-বাণিজ্যকে শুধু স্থানীয় এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না।
- বাণিজ্যের ক্ষেত্র আরও বাড়াতে হবে।
- অতিরিক্ত আয় নতুন শিল্প স্থাপন ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে ব্যবহার করতে হবে।

পর্যায় ৩: উড্ডয়ন পর্যায় (The Take-off Stage)

এই পর্যায়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত হতে শুরু করে। বস্ত্রশিল্প ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো কিছু শিল্প দ্রুত উন্নতি করে। এসব শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় এবং উৎপাদন বাড়ে।

তবে অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে তখনও পুরোনো পদ্ধতি চালু থাকতে পারে।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

1. নিয়মিত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি: অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমাজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে।

2. উন্নয়নের প্রেরণা: রাজনৈতিক বিপ্লব বা নতুন আবিষ্কারের ফলে উন্নয়ন দ্রুত হয়।

3. বিনিয়োগ বৃদ্ধি: জাতীয় আয়ের প্রায় ৫–১০ শতাংশ বিনিয়োগ করা হতে পারে।

4. উৎপাদন শিল্পের বিকাশ: বড় বড় উৎপাদন শিল্প গড়ে ওঠে এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার বাড়ে।

উড্ডয়ন পর্যায়ের প্রধান শর্ত

- সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে হবে। রস্টোর মতে, বিনিয়োগের হার সাধারণত জাতীয় আয়ের ১০ শতাংশের বেশি হওয়া প্রয়োজন।
- এক বা একাধিক বড় উৎপাদনশিল্প গড়ে উঠতে হবে।
- এই শিল্পগুলিতে দ্রুত উন্নয়ন ঘটতে হবে।

অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র

রস্টো অর্থনীতির ক্ষেত্রগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

1. প্রাথমিক বৃদ্ধির ক্ষেত্র (Primary Growth Sectors): যেসব ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়নের সম্ভাবনা থাকে এবং যাদের উন্নতি অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রকেও এগিয়ে নিয়ে যায়।

2. সহায়ক বৃদ্ধির ক্ষেত্র (Supplementary Growth Sectors): প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলির উন্নতির ফলে যেসব ক্ষেত্রে দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে।

3. উদ্ভূত বৃদ্ধির ক্ষেত্র (Derived Growth Sectors): মানুষের প্রকৃত আয় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যেসব ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটে।

পর্যায় ৪: পরিপক্কতার দিকে অগ্রসর হওয়া (The Drive to Maturity)

এই পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি শুধু কয়েকটি শিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তা অর্থনীতির বিভিন্ন শিল্পে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে উৎপাদন বাড়ে এবং শ্রমিকরা আরও দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

1. শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্তন: শ্রমিকদের সংগঠন শক্তিশালী হয় এবং মজুরি বাড়ে।

2. উদ্যোক্তাদের পরিবর্তন: ব্যবসায়ীরা আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে।

3. বিনিয়োগ বৃদ্ধি: জাতীয় আয়ের প্রায় ১০–২০ শতাংশ বিনিয়োগ করা হয়।

4. আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার: পুরোনো উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

5. রপ্তানি বৃদ্ধি: বিদেশে পণ্য বিক্রির পরিমাণ বাড়ে।

6. বিদেশের ওপর নির্ভরতা কমে: দেশ নিজের প্রয়োজনীয় পণ্য বেশি উৎপাদন করতে পারে।

7. জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি: মানুষের জীবনযাত্রা উন্নত হয়।

8. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি: দেশের প্রতিটি মানুষের গড় আয় বাড়ে।

9. নতুন শিল্পের বিকাশ: একটি শিল্পের উন্নতির ফলে তার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য শিল্পও গড়ে ওঠে।

ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ (Forward and Backward Linkage)

অর্থনীতিবিদ হির্শম্যানের মতে—

- Forward Linkage (অগ্রবর্তী সংযোগ): একটি শিল্পের উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার করে পরবর্তী উৎপাদন পর্যায়ে নতুন শিল্প বা বিনিয়োগ গড়ে উঠলে তাকে অগ্রবর্তী সংযোগ বলে।

উদাহরণ: ইস্পাত শিল্পের উৎপাদিত ইস্পাত দিয়ে গাড়ি তৈরির শিল্প গড়ে ওঠা।

- Backward Linkage (পশ্চাৎমুখী সংযোগ): একটি শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বা উপকরণ সরবরাহ করার জন্য অন্য শিল্প গড়ে উঠলে তাকে পশ্চাৎমুখী সংযোগ বলে।

উদাহরণ: গাড়ি তৈরির শিল্পের জন্য যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী শিল্প গড়ে ওঠা।

পর্যায় ৫: ব্যাপক ভোগের যুগ (The Age of Mass Consumption)

এই পর্যায়ে দেশ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হয়ে ওঠে। অর্থনীতির প্রধান গুরুত্ব ভারী শিল্পের উৎপাদন থেকে সরে এসে মানুষের ভোগ্যপণ্য ও আরামদায়ক জীবনের প্রয়োজন মেটানোর দিকে যায়।

যেমন—গাড়ি, ফ্রিজ, টেলিভিশন ও অন্যান্য আধুনিক গৃহস্থালি সামগ্রীর ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

1. ভোগের ওপর গুরুত্ব: উৎপাদনের সমস্যা থেকে মানুষের ভোগ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

2. আরাম ও বিলাসিতার বৃদ্ধি: মানুষ বেশি আরামদায়ক ও বিলাসবহুল পণ্য ব্যবহার করে।

3. বিনিয়োগ বৃদ্ধি: জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশের বেশি বিনিয়োগ হতে পারে।

4. কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা: সরকার জনগণের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য কাজ করে।

5. গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন: কাজ ও উন্নত জীবনযাপনের জন্য মানুষ গ্রাম থেকে শহরে আসে।

6. আর্থিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি: মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা বাড়ে।

7. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি: কাজের সুযোগ বাড়ে।

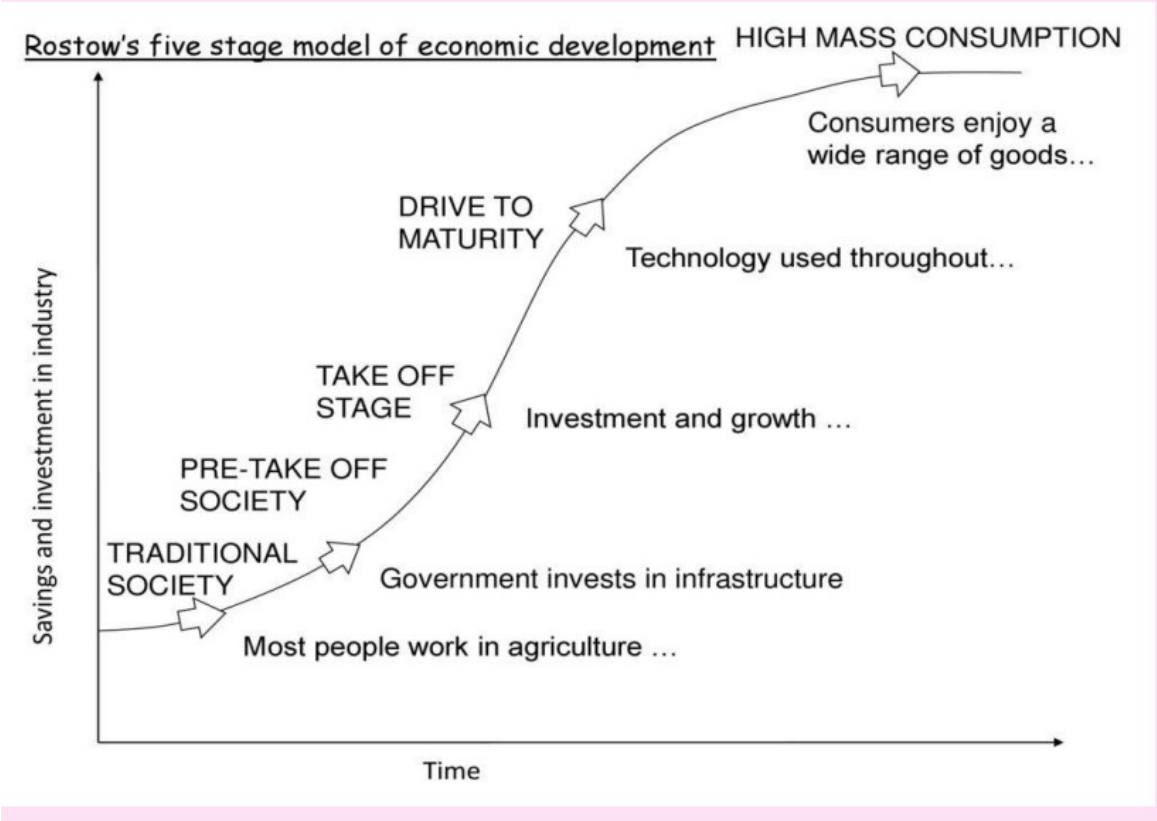
8. দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার: গাড়ি ও বিভিন্ন গৃহস্থালি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।

9. সমৃদ্ধ সমাজ: সমাজ আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য অনেকাংশে কমে আসে।

কল্যাণ অর্জনের তিনটি উপায়

রস্টোর মতে, জনগণের কল্যাণের জন্য সরকার তিনভাবে সম্পদ ব্যবহার করতে পারে।

- সামরিক ও বিদেশনীতি সংক্রান্ত কাজে সম্পদ বরাদ্দ করা।
- প্রগতিশীল কর ব্যবস্থার মাধ্যমে আয়ের পুনর্বণ্টন করা।
- খাদ্য, বাসস্থান ও পোশাকের মতো মৌলিক চাহিদার বাইরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামোর মতো ক্ষেত্রে ব্যয় বাড়ানো।



রস্টোর মডেল অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের অবস্থান

রস্টোর মতে, প্রতিটি দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই পাঁচটি পর্যায়ের মধ্যে কোনো একটিতে অবস্থান করে।

- উন্নত দেশ: সাধারণত চতুর্থ বা পঞ্চম পর্যায়ে থাকে।
- অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশ: সাধারণত প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ে থাকে।

- উন্নয়নের ধারা: বর্তমানের উন্নত দেশগুলি অতীতে প্রথম দিকের পর্যায়গুলির মধ্য দিয়ে এগিয়েছে।

উদাহরণ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA)

রস্টোর মডেল অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়নকে পাঁচটি পর্যায়ে ব্যাখ্যা করা যায়।

- প্রথম পর্যায়: স্বাধীনতার আগে।
- দ্বিতীয় পর্যায়: ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে।
- তৃতীয় পর্যায়: ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে।
- চতুর্থ পর্যায়: ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে।
- পঞ্চম পর্যায়: বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব

যেসব দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে, তারা বিদেশের বাজার ও ক্রেতাদের কাছ থেকে লাভবান হতে পারে।

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে শিল্পগুলিকে বিদেশি ক্রেতাদের পছন্দ, বিপণন কৌশল, উৎপাদন পদ্ধতি ও নকশার পরিবর্তনের দিকে নজর রাখতে হয়। এর ফলে অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রেও উন্নয়নের প্রভাব পড়ে।

রস্টোর আশাবাদী ধারণা

রস্টো মনে করতেন, অনুন্নত দেশগুলিও উন্নত দেশ হতে পারে। তাঁর এই আশাবাদের দুটি প্রধান কারণ ছিল।

1. পশ্চিম ইউরোপ ও অ্যাংলো-আমেরিকার পাশাপাশি জাপানও উন্নত দেশে পরিণত হয়েছিল। তাই জাপান যদি উন্নত হতে পারে, তাহলে অন্যান্য দেশও উন্নত হতে পারে।

2. অনেক স্বল্পোন্নত দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামাল রয়েছে। উন্নত দেশগুলিতে এসব কাঁচামাল বিক্রি করে তারা অর্থ উপার্জন করতে পারে। সেই অর্থ শিল্প ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে ব্যবহার করা সম্ভব।

রস্টোর মডেলের গুণাবলি (Merits)

1. বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি: রস্টো বহু দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছিলেন।

2. উন্নয়ন বোঝার সহজ পদ্ধতি: এই মডেলের সাহায্যে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবস্থা বোঝা যায়।

3. উন্নয়নের ধাপ সম্পর্কে ধারণা: একটি দেশ কীভাবে কৃষিনির্ভর সমাজ থেকে শিল্পোন্নত ও ভোগনির্ভর সমাজে পরিণত হয়, তা বোঝা যায়।

4. তুলনামূলক বিশ্লেষণে সাহায্য করে: বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের অবস্থা তুলনা করতে এই মডেল ব্যবহার করা যায়।

রস্টোর মডেলের ত্রুটি (Inadequacies)

1. সব দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়: আমেরিকা, কানাডা ও নিউজিল্যান্ডের মতো কয়েকটি দেশ ব্রিটেনের কাছ থেকে উন্নত ব্যবস্থা ও সুবিধা পেয়েছিল। তাই তাদের উন্নয়নের পথ অন্য দেশের মতো ছিল না।

2. উড্ডয়নের পূর্বশর্ত সব সময় অপরিহার্য নয়: কোনো কোনো দেশে এই পূর্বশর্তগুলি সম্পূর্ণ তৈরি হওয়ার আগেই দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু হতে পারে। আবার উড্ডয়ন পর্যায়েও কৃষির উন্নয়ন চলতে থাকে।

3. পর্যায় নির্ধারণের নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই: একটি দেশ কোন পর্যায়ে রয়েছে, তা নির্ধারণের জন্য রস্টো নির্দিষ্ট মানদণ্ড দেননি। যেমন—আয় বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকের অনুপাত।

4. পর্যায়গুলি সব সময় আলাদা নয়: দুটি পর্যায় একই সময়ে চলতে পারে। যেমন, পরিপক্বতার পর্যায়ের সঙ্গে ব্যাপক ভোগের যুগের কিছু বৈশিষ্ট্য মিলতে পারে।

5. বিনিয়োগের হার সব দেশের ইতিহাসের সঙ্গে মেলে না: রস্টো উড্ডয়ন পর্যায়ে যে বিনিয়োগের হারের কথা বলেছেন, বর্তমানে উন্নত সব দেশের ইতিহাসে সেই হার দেখা যায়নি।

উপসংহার (Conclusion)

কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও রস্টোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাঁচটি পর্যায়ের মডেল অত্যন্ত পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ। এই মডেল দেখায়, একটি দেশ কীভাবে প্রথাগত কৃষিনির্ভর সমাজ থেকে আধুনিক ও উন্নত অর্থনীতিতে পরিণত হতে পারে।

বিশেষ করে 'অর্থনৈতিক উড্ডয়ন' (Economic Take-off) ধারণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ স্বল্পোন্নত দেশগুলি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনের জন্য এই পর্যায়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করে।